তারিখ ... 2 6 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 20 ... কলাম ... 6 ......

কালের কণ্ঠ

সরকারি কলেজ শিক্ষকরা আজ থেকে কর্মবিরতিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে অধ্যাপকদের পদমর্যাদা ও বেতনক্রম অবনমনের প্রতিবাদসহ বেশ কিছু দাবিতে পূর্বঘোষণা অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার থেকে আবারও কর্মবিরতি শুরু করছেন কলেজ শিক্ষকরা। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির ডাকে আজ থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সব সরকারি কলেজেই তিন দিন কর্মবিরতি পালন করবেন শিক্ষকরা। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নাসরীন বেগম গত রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কাল (আজ) থেকে শুরু হওয়া তিন দিনের কর্মবিরতিতে ক্লাস-পরীক্ষা দুটিই বন্ধ থাকবে। এ সময় নিজ নিজ কলেজের শিক্ষকরাও যাঁর যাঁর প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করবেন। কর্মসূচি ঘোষণার পর সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। মর্যাদার লড়াইয়ে এখন

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

সরকারি কলেজ -

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই।'

আগে অধ্যাপকরা সিলেকশন গ্রেড পেয়ে তৃতীয় গ্রেড পর্যন্ত আসতে পারলেও এখন টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাদ দেওয়ায় চতুর্থ গ্রেড থেকেই চাকরি শেষ করতে হবে শিক্ষকদের। ফলে অষ্টম বেতন কাঠামো প্রস্তাবের পর থেকেই আন্দোলনে নামেন কলেজ শিক্ষকরা। এর আগেও একাধিকবার পূর্ণদিবস কর্মবিরতিসহ নানা কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। তাতেও তাঁদের দাবির পক্ষে কোনো ঘোষণা না আসায় গত শুক্রবার জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান করে সমিতি নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে।

কর্মসূচিগুলো হচ্ছে, আজ থেকে সব সরকারি কলেজে তিন দিনের পূর্ণদিবস কর্মবিরতি ও শিক্ষকদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে অবস্থান। ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দাবি না মানলে ৬ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ক্লাস বর্জন। এতেও দাবি মানা না হলে ১৩ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষাসহ ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করা হবে। এর পরও দাবির পক্ষে সুস্পষ্ট ঘোষণা না এলে ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে পরীক্ষা, ক্লাস বর্জনসহ লাগাতার কর্মবিরতি।

শিক্ষকদের দাবির মধ্যে রয়েছে, প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য ক্যাডারের মতো পঞ্চম গ্রেডের সহযোগী অধ্যাপকরা পদোন্নতি পেয়ে অধ্যাপক পদে তৃতীয় গ্রেডে বেতন পাবেন এবং তা ১ জুলাই ২০১৫ থেকে কার্যকর হবে। এ ছাড়া মাউশি ও নায়েমের মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যান, জেলা সদরের অনার্স ও মাস্টার্স কলেজের অধ্যক্ষের পদ ১ নম্বর গ্রেডে উন্নীত করতে হবে। শিক্ষা প্রশাসনের পরিচালক পদগুলো অনার্স ও মাস্টার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ পদ, শিক্ষা বোর্ডের সচিব ও এনসিটিবির সদস্যদের পদ দ্বিতীয় গ্রেডে উন্নীত করতে হবে। অনার্স ও মাস্টার্স কলেজের প্রতিটি বিভাগে দুজন করে অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করতে হবে। এর মধ্যে একজনকে দ্বিতীয় গ্রেডের সিনিয়র অধ্যাপকের পদমর্যাদা দিতে হবে। সহযোগী অধ্যাপকদের বেতন স্কেল চতুর্থ গ্রেডে উন্নীত করতে হবে। সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বহাল রাখতে হবে।